পররাষ্ট্র দপ্তর/ ডুগ টমসন

প্রতিবাদেও সৃষ্টিশীলতা!

মার্ক ট্রেইনার - জুন ৫, ২০১৮

সরকারগুলো নাগরিকদের মত প্রকাশের অধিকার হরণ করার চেষ্টা করলে তারা কোন না কোনভাবে ঠিকই তা করার পথ খুঁজে নেয়।

ইরানের নানা অঞ্চলে তরুণরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বিশেষ করে মেসেজিং অ্যাপ 'টেলিগ্রাম' বন্ধ করে দেওয়ার সাম্প্রতিক উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে তারা। ইরানের অর্ধেক মানুষই এটি ব্যবহার করত। টেলিগ্রামে মত প্রকাশ করতে বাধা পেয়ে তারা সরকার বিরোধী স্লোগান লেখা শুরু করেছে ইরানি টাকার নোট রিয়ালে। একটি স্লোগান এরকম: 'আমাদের শত্র" ঠিক ঘরেই, অথচ ওরা বলে আমেরিকা'।

এছাড়া ইরানি সরকার টুইটার ও ফেসবুক নিষিদ্ধ করলেও দেশটির মানুষ সামাজিক যোগাযোগের অন্য মাধ্যম ব্যবহার করে উন্নত ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছে।

ইরানের মানুষ বেনামী অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে নোটের ওপর লেখা তাদের স্লোগানগুলোর ছবি অনলাইনে পোস্ট করছে। এজন্য খোলা হয়েছে হ্যাশট্যাগ #Onehundredthousand_talking_banknotes । তাদের লক্ষ্য হচ্ছে একলাখ শেয়ার পাওয়া। টুইটের ইংরেজি অনুবাদ অনুযায়ী, @Iran_white_rose নামে একটি অ্যাকাউন্ট লিখেছে: চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সমাজের মধ্যে ১০০,০০০ #সেতু।

অন্য অনেক প্রতিবাদকারী আবার ছবি আঁকছে। নিচের ছবিটি তারই একটি। বাধ্যতামূলক হিজাব পরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী নারীদের সমর্থনে আঁকা হয়েছে এটি।

‘এটা স্পষ্ট যে, যে কোনো কর্তৃত্ববাদী দেশে সামাজিক যোগাযোগ মিডিয়ার ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক হতে পারে’, বলেন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্র“কিংস ইন্সটিটিউশনের দোহা সেন্টারের ইরান বিশেষজ্ঞ আলি ফতুল্লাহ নেজাদ। তার মতে, ‘এটি সবসময়ই দুইপক্ষের এক ইঁদুর-বিড়াল খেলা। এটা একটা চলমান সংগ্রাম এবং শিগগিরই তার অবসান ঘটবে না।’ বিশ্বের অন্য অনেক জায়গায়ও টাকার নোটকে সৃষ্টিশীল প্রতিবাদের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে মানুষ। যেমন, ২০১২ সালে হাজার হাজার রুবলের নোটে দুর্নীতিবিরোধী স্লোগান লিখেছিল রাশিয়ার আন্দোলনকারীরা।

ভারতে ‘ফিফ্থ পিলার’ নামে একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংগঠন ‘জিরো রুপি নোট’ দিয়ে সফল এক অহিংস দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ৫০ রুপির মতো দেখতে নোটগুলোতে লেখা ছিল: সর্বস্তরে দুর্নীতি নির্মূল করুন। ‘ফিফ্থ পিলার’ এরকম ৩০ লাখ নোট বিতরণ করেছিল। লোকজনকে তারা উৎসাহিত করে ঘুষ দাবি করা কর্মকর্তাদের ওই নোটগুলো দিতে।

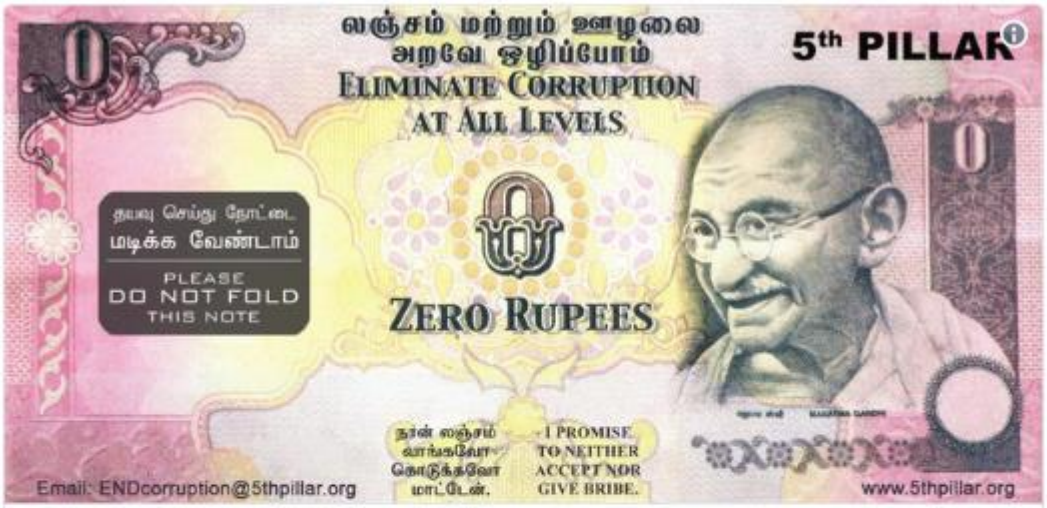

World Bank
@WorldBank

#Indian zero-rupee note carries the slogan, "Eliminate corruption at all levels". wrld.bg/VoTBL #goodgov

12:01 AM - Aug 27, 2017

338 288 people are talking about this

ইরানের জনগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর বিধিনিষেধের খড়গ নেমে আসায় হতাশ। তবে আলি ফতুল্লাহ নেজাদ মনে করেন, ইরানিরা যে কোনো না কোনভাবে তাদের বক্তব্য তুলে ধরবে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বলেন, ‘ইরানিরা বেশ প্রযুক্তিমুখী। বরাবরই প্রযুক্তির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে পাশ কাটানোর কোন না কোন কায়দা খুঁজে বের করেছে তারা।’